



295547 - জনকৈ হাজীসাহবে আরাফা থেকে ফরিে তাওয়াফে ইফাযা আদায় করছেন; মুযদালফাতে যাননি কথিবা গয়িছেন তাওয়াফরে পরে

প্রশ্ন

জনকৈ হাজীসাহবে আরাফা থেকে ফরিে তাওয়াফে ইফাযা আদায় করছেন, হালাল হয়ছেন। এরপর কংকর নক্শিপে করার জন্য মুযদালফাতে গয়িছেন। তার হজ্জ কসিহহি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ফকাহবদি আলমেগণ একমত য়ে, তাওয়াফে ইফাযা হজ্জরে একটি রুকন; যা ব্যতীত হজ্জ সম্পন্ন হবে না। তবে তারা তাওয়াফে ইফাযার প্রথম সময় কখন সয়ে ব্যাপারে মতভদে করছেন:

হানাফী ও মালকী মাযহাবরে আলমেদরে মতঃ (তাওয়াফে ইফাযার সময়) কুরবানীর দনি ফজরে সময় থেকে শুরু হয়; এর আগে করলে সহহি হবে না।

'বাদায়টিস সানায়ি' (হানাফী) গ্রন্থে (২/১৩২) বলেন: "আর এই তাওয়াফরে সময়কাল: এর প্রথম সময় হল: কুরবানীর দনিরে দ্বিতীয় ফজর (সুবহে সাদকি) উদতি হওয়া। এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবরে আলমেদরে মাঝে কোন মতভদে নাই। এর আগে করলে সহহি হবে না। শাফয়েরিহঃ বলেন: এর প্রথম সময় হল: কুরবানীর রাতরে মধ্যবর্তী সময়।"[সমাপ্ত]

আল-সাওয়ি (মালকী) রহঃ 'বুলগাতুস সালকি' গ্রন্থে বলেন: "এর সময় হল অর্থাৎ তাওয়াফে ইফাযার সময় হল: কুরবানীর দনিরে ফজর উদতি হওয়া থেকে। এর আগে করলে সহহি হবে না। যমেনটি আকাবাতে কংকর মারাও এর আগে করলে সহহি হবে না।"[সমাপ্ত]

আর শাফয়েি ও হাম্বলি মাযহাবরে আলমেদরে অভিমত হচ্ছঃ কুরবানীর রাতরে অর্থাংশ (মধ্যরাত) থেকে সহহি হবে।

ইমাম নববী (শাফয়েি) রহঃ বলেন: "জমরায়ে আকাবায় কংকর নক্শিপে করা ও তাওয়াফে ইফাযার সময় শুরু হবে: কুরবানীর রাতরে অর্থাংশ থেকে। তবে শরত হল এর আগে আরাফাতে অবস্থান করতে হবে।

মাথা মুণ্ডন: যদি আমরা বলি এটি নুসুক (ইবাদত); তাহলে এর বধিান কংকর নক্শিপে ও তাওয়াফরে মত। নচৎে এর সময় কংকর নক্শিপে করা কথিবা তাওয়াফ করা ব্যতীত শুরু হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।"[আল-মাজমু (৮/১৯১) থেকে সমাপ্ত]



ইবনে কুদামা (হাম্বলী) রহঃ বলেন: "এ কারণে তাওয়াফের সময় দুইটি। একটি হল উত্তম সময়। অন্যটি বৈধ সময়। উত্তম সময় হল: কুরবানীর দিনি কংকর নক্ষিপে, কুরবানী করা ও মাথা মুণ্ডন করার পর...।

আর বৈধ সময় হল: কুরবানীর রাতের অর্ধাংশ (মধ্যরাত) থেকে। ইমাম শাফয়েও এটাই বলছেন।

ইমাম আবু হানফিা বলছেন: এর প্রথম সময় হল: কুরবানীর দিনেরে ফজর উদতি হওয়া থেকে। আর সর্বশেষে সময় হল: কুরবানীর সর্বশেষে দিনি।"[আল-মুগনী (৩/২২৬) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ হাজীসাহবে যদি মধ্যরাতের পর তাওয়াফ করে থাকেন তাহলে শাফয়েও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী তার তাওয়াফ সহি হয়ছে। মধ্যরাত নরিণয় করা যাবে মাগরবিরে ওয়াক্ত থেকে ফজরের ওয়াক্তেরে মধ্যবর্তী সময়টাকে দুই ভাগে ভাগ করার মাধ্যমে।

যদি তার তাওয়াফটা মধ্যরাতের আগে হয়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতক্রমে তার তাওয়াফ সহি হয়নি এবং তার হজ্জও সম্পন্ন হয়নি এবং তার দ্বিতীয় হালালও অর্জতি হয়নি। তার উপর ওয়াজবি পুনরায় তাওয়াফে ইফাযা পালন করা।

দুই:

মুযদালফিতে রাত্রি যাপন করা জমহুর আলমেরে নকিট ওয়াজবি। আর কোন কোন আলমেরে নকিট এটি হজ্জেরে রুকন।

কতটুকু রাত্রি যাপন করা যথেষ্ট এ নিয়ে একাধিক অভিমত রয়েছে:

শাফয়েও হাম্বলি মাযহাবেরে আলমেদেরে মতে, মুযদালফিতে রাত্রি যাপন করা ওয়াজবি; এমনকি সটো এক মূহুর্তেরে জন্যহে হলও। শরত হল সটো আরাফাতেরে ময়দানে অবস্থান করার পর রাতেরে দ্বিতীয় অর্ধাংশ থেকে ফজর পর্যন্ত সময়েরে মধ্যহে হতে হবে; তবে কিছু সময় সখোনে বলিম্ব করা শরত নয়। বরং অতিক্রম করে গেলেও চলবে।

যে ব্যক্ত মধ্যরাতেরে আগে মুযদালফি ত্যাগ করেছে; কনিতু আবার ফজরেরে আগে মুযদালফিতে ফরিতে এসছে— তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা সে তও ওয়াজবি পালন করেছে। যদি সে ফজরেরে আগে ফরিত না আসে তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তার উপর দম (একটি পশু জবাই) দেওয়া ওয়াজবি হবে।

আর হানাফি মাযহাবেরে আলমেদেরে নকিট মুযদালফিতে ফজর উদতি হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় অবস্থান করা ওয়াজবি। অতএব, এ সময়সীমার মধ্যহে এক মূহুর্তেরে জন্যহে হলও অবস্থান করা ওয়াজবি। যদি কোন ওজরেরে কারণে অবস্থান করতে না পারে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। ওজর হচ্ছে শারীরিক দুর্বলতা কথিবা অসুস্থতা কথিবা নারী হলে ভীড়কে ভয় করা। যদি এই সময়েরে আগে কেউ ওজর ছাড়া মুযদালফি ত্যাগ করে তাহলে তার উপর পশু জবাই করা ওয়াজবি হবে।



তবে যদি সূর্যোদয়ের আগে মুযদালফাতে ফরিতে এসে সেখান অবস্থান করে ভুল সংশোধন করে নিয়ে তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তার উপর থেকে দম (পশু জবাই) দয়োর এর বধিন মওকুফ হয়ে যাবে।

মালকৌ মাযহাবেরে অভিমিত হচ্ছ: মুযদালফাতে এসে সওয়ারীর আসবাবপত্র নামানোর মত সমপরমিণ সময় অবস্থান করা ওয়াজবি; যদিও বাস্তবে আসবাবপত্র না নামায়। যদি কটে ফজর উদতি হওয়া অবধি মুযদালফাতে সওয়ারীর আসবাবপত্র নামানোর সমপরমিণ সময় অবস্থান না করে তাহলে কোন ওজর না থাকলে তার উপর দম (পশু জবাই) ওয়াজবি। যদি কোন ওজরের কারণে অবস্থান না করে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। [আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়্যা (১১/১০৮) থেকে সমাপ্ত]

এই আলোচনার প্রক্ষেতি এই হাজীসাহবে যদি প্রথম মুযদালফাতে নাও আসনে; বরং মধ্যরাত্রে পরে তাওয়াফে ইফায়া শেষে করে মুযদালফাতে ফরিতে আসনে এবং মধ্য রাত্রে পর য়ে কোন সময় মুযদালফা অতিক্রম করেন তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

যদি বিশেষ কোন ওজরের কারণে তাওয়াফের পরেও মুযদালফাতে না আসনে; য়ে ধরণে ওজর মুযদালফাতে রাত্রি যাপন ত্যাগ করার বধিতা দয়ে; য়মেন এমন কোন অসুস্থতা যার ফলে তিনি মুযদালফাতে বসে থাকতে সক্ষম নন; তাহলেও তার উপর দম (পশু জবাই) ওয়াজবি হবে না।

আর যদি কোন ওজর ছাড়া মুযদালফাতে না আসনে তাহলে তার উপর দম ওয়াজবি হবে।

আল-খতীব আল-শারবানী "মুগনলি মুহতাজ" গ্রন্থে (২/২৬৫) বলেন: ওজরগ্রস্ত (যার আলোচনা অচরিহে মীনায় রাত্রি যাপন পরচ্ছদে আসবে: এটা নিশ্চিতি য়ে, তার উপর কোন দম (পশু জবাই) নাই।

ওজরগ্রস্তদের মধ্যয়ে রয়েছে:

যে ব্যক্তি রাত্রে বলায় আরাফায় পৌঁছেছেন এবং আরাফার অবস্থানে ব্যস্ত ছিলেন।

যে ব্যক্তি আরাফা থেকে মক্কায় এসেছেন ফরয তাওয়াফ করত; এতে করে তার অবস্থান করা ছুটে যায়।

আল-আযরুঈ বলছেন: এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে য়ে, য়ে ব্যক্তির পক্ষে কঠনি কষ্ট ছাড়া মুযদালফায় পৌঁছা সম্ভবপর নয়। যদি সম্ভবপর হয় তাহলে সেটাই ওয়াজবি। য়াতে করে দুটো ওয়াজবিই পালন করা যায়। এটা স্পষ্ট।

ওজরগ্রস্তদের মধ্যয়ে আরও রয়েছে: কোন নারী যদি হায়যে বা নফিস শুরু হয়ে যাওয়ার আশংকা করেন তাহলে তিনি অবলিম্বে তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় চলে য়েতে পারনে। [সমাপ্ত]



[দেখুন: আল-মাজমু (৮/১৫৩)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়: যবে ব্যক্তি মুযদালফিতে অবস্থান করনে তার বধিান কী?

জবাবে তিনি বলেন: "যবে ব্যক্তি মুযদালফিতে রাত্ৰি যাপন করনে সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হল। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: সুতরাং যখন তোমরা 'আরাফাত' হতে ফরিতে আসবে তখন মাশ'আরুল হারামেরে কাছে পটৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯৮] মাশ'আরুল হারাম হচ্ছ- মুযদালফি।

যদি কটে মুযদালফিতে রাত্ৰি যাপন না করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হল এ কারণে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানতে রাত্ৰি যাপন করছেন। তিনি বলেন: "তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জেরে কার্যাবলী গ্রহণ কর"। তিনি কারণে জন্য রাত্ৰি যাপন বর্জন করার অবকাশ দনেনি; কেবেল দুর্বলরা ব্যতীত। দুর্বলদেরকে শেষে রাত্তে মুযদালফি ত্যাগ করার অবকাশ দয়িছেন। অতএব, এই হাজীসাহবেরে উপর একটা ফদিয়া মক্কাতে জবাই করে সেটো মক্কার গরীবদেরে মাঝে বণ্টন করা ওয়াজবি। [মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ বনি উছাইমীন (২৩/৯৭)]

তনি:

যদি এই হাজীসাহবে তাওয়াফে ইফায়া আদায় করার পর হালাল হয়ে যান অর্থাৎ মাথার চুল মুণ্ডন করনে কথিবা চুল কাটনে; এরপর মাখতি তথা সাধারণ কাপড় পরধিান করনে: তাহলে তার উপর কোনে কিছু বর্তাবে না। কোনেনা ছটে হালাল কংকর নক্শিপে, মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা ও তাওয়াফ করা এ তনিটি কাজেরে মধ্যযে যে কোনে দুইটি করার মাধ্যমে অর্জতি হয়।

আর যদি তাওয়াফ করে মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটার আগহে মাখতি তথা সাধারণ কাপড় পরধিান করে ফলেনে তাহলে তনি নিষিদ্ধ কাজে লপিত হলনে। তবে, অজ্ঞেতাবশতঃ নিষিদ্ধ কাজে লপিত হওয়ায় তার উপর কোনে কিছু বর্তাবে না।

অনুরূপভাবে না-জানার কারণে তনি হালাল হয়ে গেছেন মনে করে যদি সুগন্ধি লাগিয়ে ফলেনে সকেষতেরেও একই বধিান।

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।